সাংবাদিক লিংকনের বাবার ইন্তেকাল : বিভিন্ন মহলের শোক

চ্যানেল ফোর টেলিভিশন ও দৈনিক সময়ের কাগজ পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি এমএ লিংকন-এর বাবা এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সাবেক সংসদ মকবুল হোসেনের চাচা আব্দাল হক মিয়া ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি কয়েক বছর যাবত বিভিন্ন রোগে ভূগছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। আব্দাল হক ৩ ছেলে ও ১ মেয়েসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ৯টা ৪০ মিনিটের সময় বার্ধক্যজনিত কারণে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের মিনাপাড়া গ্রামের নিজ বাসভবনে অাব্দাল হক মারা যান।

মরহুম আব্দাল হক মিয়ার জানাজা নামাজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় মিনাপাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে পারিবারিক গোরস্থান ময়দানে দাফন সম্পন্ন হবে বলে জানান, তার ছেলে সাংবাদিক এম.এ লিংকন।

এদিকে আব্দাল হক মিয়ার মৃত্যুতে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ শোক প্রকাশ করেছেন।

আমঝুপিতে ডিফেন্সের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ

আমঝুপী গ্রামের ডিফেন্সের নিজ উদ্যোগে এবং পরিবর্তনের মেহেরপুর গ্রুপের এডমিন সাইদুর রহমান ও মালায়শিয়া প্রবাসী তামিম সহ আরো অনেকের এর সহযোগিতায় আমঝুপী চাদবিল সহ বিভিন্ন গ্রামে অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

পরে ত্রাণ সামগ্রী কয়েকজন সেচ্ছাসেবক এগুলো বাড়ি বাড়ি যেয়ে সকলের বাসাই পৌছায়ে দিয়েছেন।

প্রত্যেককে ৫ কেজি চাউল, ১ কেজি ডাউল, ১ কেজি আটা ও নগত অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হয়।

সার্বিক সহযোগিতা করেন ডিফেন্সের চাচা ফারুক হোসেন, প্রজন্ম সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা জহুরুল ইসলাম, ইকবাল, আলহাজ।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে ৪শ’ পরিবারের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকাল থেকে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল দুস্থদের হাতে খাবার তুলে দেন।

মেহেরপুর সদরে রাজাপুর, শুভরাজপুর, গাংনীর জোড়পুকুর, চেংগাড়া,মিনা পাড়া, বামন্দী, করমদী গ্রামের অসহায় মানুষদের হাতে চেয়ারম্যান নিজে খাদ্য তুলে দেন।

সেই সাথে নিরাপদ দুরত্বে থেকে সকলকে করোনা মোকাবেলায় সহযোগীতা করার আহবান জানান।

এ সময় গোলাম রসুল বলেন, করোনা মোকাবেলায় আপনারা সবাই ঘরে থাকুন। আমরা আপনাদের বাড়ি খাবার পৌঁছে দেব।

মেপ্র/এমএফআর

যেসব মানুষরা চাইতে পারছেন না কিন্তু কষ্টে আছেন তাদের খুজে বের করে গোপনে খাবার পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গিকার করেন চেয়ারম্যান।

মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ দুইজন আটক

মেহেরপুরে ৫ বোতল ফেন্সিডিল সহ খুশীলা খাতুন ও সিরাজুল ইসলাম নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

বুধবার বিকালে সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটক খুশীলা খাতুন পাবনা জেলার সুজানগর থানার চর গোবিন্দপুর গ্রামের হযরত আলীর মেয়ে ও সিরাজুল ইসলাম একই এলাকার ইসলাম প্রামানিক এর ছেলে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন আটককৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

নৌবিাহিনীর সেই সদস্যর করোনা নেগেটিভ, শ্বশুরবাড়ির লকডাউন প্রত্যাহার

মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা গ্রামে নৌবাহিনীর মারা যাওয়া সদস্য নাজমুস সালেহীনের করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। এরপরপরই সদর থানা থেকে তার শ্বশুরবাড়ির লকডাউন প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহ দারা খান জানান,

কোলা গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসে মৃত্যু হওয়া নৌবাহিনীর সদস্য নাজমুস সালেহীন মারা কুষ্টিয়া হাসপাতালে যাওয়ার পথে। পরে করোনা সন্দেহে তার নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআর এ পাঠানো হয়। আজ কুষ্টিয়াতে তার নমুনার রিপোর্ট নেগেটিভ আসলে আমাদের জানানো হয়।

এর পরপরই আমরা তার শ্বশুরবাড়ি থেকে লকডাউন প্রত্যাহার করে নিয়েছি।

মেহেরপুরে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মাঝে পিপিই বিতরণ

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় প্রশাসনকে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস গঠিত মেহেরপুর জেলা রেসপন্স টিমের পক্ষ থেকে মেহেরপুর মেটারনিটি হসপিটাল ও মেহেরপুর ডায়াবেটিক হাসপাতালের ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মাঝে পিপিই বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে বাংলাদেশ স্কাউটস মেহেরপুর জেলা রেসপন্স টিমের পক্ষে মেহেরপুর জেলা রোভারের সম্পাদক ফররুখ আহমেদ ও যুগ্ম সম্পাদক আলমগীর হোসেন চিকিৎসকদের হাতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর পক্ষ থেকে পার্সোনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট গুলো তুলে দেন।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুরে কোনো করোনা রোগী

শনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে কোনো করোনা রোগী সনাক্ত হয়নি।

গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত জেলার তিন উপজেলা থেকে ৬৩ জনের নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআরএ পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে গতকাল ৭ জনের এবং আজ আরো ১৯ জনের ফলাফল পাওয়া গেছে । প্রাপ্ত ২৬ জনের ফলাফলের মধ্যে সবারি নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর এর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন মেহেরপুর প্রতিদিন কে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কাজীপুরে ১শ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন এর ৪নং ওয়ার্ড সাহেবনগর গ্রামের ১০০টি অসহায় পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মুজাক্কির মুর্শিদ অনিক , সততা স মিলের মালিক আবদুল্লাহ আল ফারুক সুজন ও পিরতলা পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আতিউর রহমান অপু’র উদ্যোগে গ্রামের অসহায়দের এসকল সামগ্র বিতরণ করা হয়।

করোনা পরিস্থিতি: সংসদীয় এলাকায় নেই প্রতিমন্ত্রী

মেহেরপুরসহ সারা দেশে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ রুপ ধারণ করেছে। ইতি মধ্যে ১৬৪ জন করোনা রোগী সনাক্ত করেছে আইডিসিআর। গত ২৪ ঘন্টায় ৭৯২ জনকে পরীক্ষা করে ৪১ জনের ভিতর কোভিড-১৯ ভাইরাস পাওয়া গেছে। করোনা মোকাবেলায় সারা দেশে চলছে অঘোষিত লক ডাউন। সরকারি বেসরকারি সকল অফিস ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি ঘোষনা করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে এই ছুটির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।

গত ২৪ মার্চ থেকে মেহেরপুরকে অঘোষিত লক ডাউন করা হয়েছে যা এখনো চলমান। এতে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষরা। এদের জন্য সরকারি বেসরকারি ভাবে দেওয়া হচ্ছে ত্রান সহযোগীতা। চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্যরা সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে ছুটছেন বাড়ি বাড়ি। কখনো দেখা যাচ্ছে রাস্তায় দাড়িয়ে জনগণকে সচেতন করতে আবার নিজের গাড়ি চড়ে রাস্তায় মাইকিং করছেন কেউ কেউ।

এমন অবস্থায় মেহেরপুর-১ আসনবাসী পাশে চাচ্ছেন তাদেও সংসদ সদস্যকে। বর্তমানে মেহেরপুর-১ আসনের এমপি ফরহাদ হোসেন জন প্রশাসন মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মেহেরপুরের এই সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনগণ সবথেকে বেশি পাশে চাচ্ছেন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে। যদিও তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলা নীতিনির্ধারনী পর্যায়ের সবার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন এবং দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন।
তারপরও প্রতিমন্ত্রীর নির্বচনী এলাকার জনগণ তাকিয়ে আছেন অন্য দৃষ্টিতে। মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে করোনা পরিক্ষার, চলমান পরিস্থিতে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত সহ বেশ কিছু দাবি জানিয়েছে সাধারণ জনগণ।

আওয়ামী লীগের তৃনমূলের বেশ কিছু নেতা কর্মীরা জানান, আমরা একজন প্রতিমন্ত্রী পেয়েছি। এটা আমাদের সৌভাগ্য। মেহেরপুরের এমন পরিস্থিতিতে জনগণের সর্বোচ্চ দেখভাল করার দায়িত্ব উনার। আমরা সব সময় আতঙ্কে দিন পার করছি। অসুস্থ্য হলে হাসপাতালে যেতেও ভয়

লাগছে, কারণ সেখানে চিকিৎসা নেই। আমরা চাইলেও পরিক্ষা করাতে পারছি না। অন্য এলাকার সংসদ সদস্যরা যেমন মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তখন আমরা প্রতিমন্ত্রী পেয়েও অভিভাবকহারা হয়ে পড়েছি।

কুষ্টিয়া সদরের এমপি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুল আলম হানিফ, চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের এমপি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার সেলুন, চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের আলী আজহর টগর, মেহেরপুর ২ আসনের সাহিদুজ্জামান খোকন জনগণের পাশে থেকে করোনা মোকাবেলায় সাহস দিচ্ছেন।

সেইদিক থেকে মেহেরপুরবাসী অনেকটাই বঞ্চিত। জেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ করোনা মোকাবেলায় দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। মেহেরপুরের এই দুঃসময়ে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে পাশে পেলে অনেকটা স্বস্থির নিশ্বাস পেতো বলে মনে করছেন অনেকেই।

মেহেরপুর ২ আসনের এমপি সাহিদুজ্জান জানান, করোনা মোকাবেলা আমার আসনে আমি সদা প্রস্তুত। সরকারি সাহায্য ও আমার ব্যাক্তিগত উদ্যোগে যতটুকু পেরেছি তাই নিয়ে জনগণের পাশে থাকার চেষ্ট করেছি। ইতি মধ্যে আমি আমার ব্যভক্তিগত উদ্যোগে আমার নির্বচনী এলাকার প্রায় ২ হাজার সাধারণ নিম্ন আয়ের মানুষদের খাদ্য সামগ্রী দিয়েছি।

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিষয়ে তিনি বলেন, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তিনি আছেন। সারাদেশের জনগণের কথা তিনি ভাবেন, তারপরও একবার হলেও এমন পরিস্থিতিতে মেহেরপুরে আসা দরকার। এ সময় জনগণ কাছে পেলে খুব খুশি হতো।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ খালেক বলেন, দলীয়, সরকারি ও ব্যভক্তিগত উদ্যোগে আমরা মানুষের পাশে থেকে তাদের ত্রান সহ বিভিন্ন সামগ্রী দিচ্ছি। ইতিমধ্যে আমার নিজ উদ্যোগে প্রতিটি ইউনিয়নের ৩’শ অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য বিতরণ করছি, যা এখনো চলমান। আমাদের এখনি সময় জনগণের পাশে দাড়ানো।

জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহিন বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি আমাদের সাথে ও জেলা প্রশাসনের সাথে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। ফরহাদ হোসেন এর নির্দেশে আমরা ঐ সমস্ত পরিবারের তালিকা করছি যাদের প্রয়োজন কিন্তু সাহায্য নিতে পারছেনা।

জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মেহেরপুর বাসীর সব সময় খোজ খবর তিনি রাখছেন। সেই সাথে সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রনালয় জন প্রশাসন। সেখানে তিনি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সারা দেশের জনগণের সেবায় তিনি নিয়োজিত। এমন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী চাইলে তিনি মেহেরপুরে আসতে পারেন।

হাটবোয়ালিয়া থেকে আলমডাঙ্গা সড়কটি মরণফাঁদে পরিণত

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া থেকে আলমডাঙ্গা উপজেলার শহর পর্যন্ত ১২ কি:মি: সড়কটি মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। এই সড়কটি দিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা মেহেরপুর জেলার ২টি উপজেলা সহ কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার ও দৌলতপুর উপজেলার কয়েক লক্ষ মানুষ খানাখন্দে ভরা চলাচলে অনউপযুগি সড়ক দিয়ে চলাচল করে আসছেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলার স্বাস্থ্য প: প: হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স চালক সাহিন জানান, সাধরণ জনগনের চলাফেরার কষ্টকর যে সড়কে সেখানে অসুস্থা রোগি নিয়ে মহাবিপদে পড়ি আমরা।
পথচারী হাটবোয়লিয়া গ্রামের মাসুদ রানা জানান এই সড়কের দেখভাল করিবার দ্বায়িত্বে যাহারা আছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে মনে করেন।

একমি ঔষধ কোং আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রতিনিধি সুজিত কুমার শীল বলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা শহর থেকে হাটবোয়ালিয়া বাজার পর্যন্ত সড়কের অবস্থা খুবই খারাপ যা চলাচল করার উপযোগি নয় জুরুরী ভাবে সড়কটি মেরামত দরকার।

কুমারী ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হান্নান বলেন, আমরা জীবনের ঝুকি নিয়ে প্রতিনিয়ত এই সড়ক দিয়ে চলাচল করে থাকি। প্রতিনিয়ত মটরসাইকেলের যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তা মেরামত করিতে গেলে প্রতি মাসের বেতনের একটা অংশ লাগে এই সড়কটি আশু মেরামত দরকার কারন এই সড়কে ৩টি জনহীতকর গুরুত্বপৃর্ণ প্রতিষ্টান আছে

যথা, ১. প্রাণী সম্পদ প্রশিক্ষণ কেদ্র, ২.হারদী এম এস জোহা ডিগ্রী কলেজ সহ অনেক প্রতিষ্টান আছে, ৩. আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হারদী চুয়াডাঙ্গা।

২নং দারদী ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম (নুরু) সাথে যোগাযোগ করিলে তিনি জানান, এই সড়কের ঠিকাদার রনজু মিয়ার সাথে আমার কথা হয়েছে চলতি মাসের ২০থেকে ২৫তারিখে মধ্যে সড়ক মেরামতের কাজ শুরু হওয়া কথা বলে তিনি জানিয়েছেন।

৩নং ভাংবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান কাউসার আহাম্মেদ (বাবলু) বলেন, বাংলাদেশের ২য় কোন সড়ক এমন দুতঅবস্থা আছে বলে আমার জানান নেই। তিনি আরো বলেন, জনগণের চরম ভোগান্তীর নাম হলো হাটবোয়ালিয়া আলমডাঙ্গা সড়ক জনগণ এই ভোগান্তীর হাত থেকে দৃত মুক্তি চাই। সাথে সাথে সরকারের উচ্চ মহলের আশু পদক্ষেপ কামনা করেছেন।

মডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন বলেন, হাটবোয়ালিয়া আলমডাঙ্গা সড়কটি মেরামত কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে বলে তিনি জানান।
চুয়াডাঙ্গা সড়ক ও জনপথের নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন, খুব দ্রুতসময়ের মধ্যে মেরামত কাজ শুরু হবে।